❖ অসহযোগ আন্দোলন-১৯৭১:

১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়া হিয়া খান ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত করলে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র শ্রমিক জনতা বিক্ষোভ করে এবং ২ মার্চের হরতাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ শুরু হয়ে ২৬ মার্চ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ছিল।

[**সূত্র:** ২০০৫ সালে মার্কিন State Department থেকে প্রকাশিত Claisified Document এর South Asia Crisis 1971]

Claisified Document:

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের গোপন নাথিকে Claisified Document বলা হয়। সাধারণত নিরাপত্তার স্বার্থে ৩০ বছর গোপন রাখা হয় ২০০৫ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গোপন নথি প্রকাশ করা হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট:

১. ইয়া হিয়ার অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা

২. ইয়া হিয়ার অধিবেশন স্থগিতের পর বাঙালিদের নিম্নোক্ত স্লোগানে বিক্ষোভ:

ক) জয় বাংলা

খ) জনগণের এক দফা, বাংলার স্বাধীনতা

গ) পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা

ঘ) বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর

ঙ) তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ

৩. ১ মার্চের ইয়া হিয়ার বক্তব্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ঢাবিতে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়। এর সদস্য থাকেন-

ক.	ছাত্রলীগের সভাপতি	- নূরে আলম সিদ্দিকী
খ.	ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক	- শাহজাহান সিরাজ
গ.	ডাকসুর সহ-সভাপতি	- আ. স. ম আব্দুর রব
ঘ.	ডাকসুর সম্পাদক	- আব্দুল কুদ্দুস মাখন

৪. ২ ও ৩ মার্চ সান্ধ্য আইন জারি। জনতা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে। ১১৩+ মারা যায়।

৫. ২ মার্চ ঢাবিতে ডাকসু কর্তৃক পতাকা উত্তোলন

৬. ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সমাবেশ হয়। ঐ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রধান অথিতির ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের পুনরায় ঘোষণা দেন।

➢ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি:

০৩ মার্চ: স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষনা

i স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও কৃষক শ্রমিকরাজ কায়েম করা

ii বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার সর্বাধিনায়ক ঘোষণা

iii 'আমার সোনার বাংলা' কে জাতীয় সঙ্গীত ঘোষণা

iv ৩টি লক্ষ্য:

ক) বাঙালির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ, বৈষম্য নিরসণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

খ) বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা করা হয়।

গ) বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণায় বলেন,

"ইয়াহিয়া সরকারের হঠকারী ও পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ থেকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে কল কারখানা বন্ধ থাকবে, অফিস আদালত বন্ধ থাকবে, রেলের চাকা ঘুরবে না, খাজনা ট্যাক্স দেয়া চলবে না এবং ব্যাংক বন্ধ থাকবে।"

৪ মার্চ: টেলিভিশন বেতার বন্ধ

৭ মার্চ: ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক:

১. বৈষম্যমূলক নীতির প্রচার:

বঙ্গবন্ধু বলেন, "২৩ বছরের ইতিহাস, করুণ ইতিহাস । '৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, '৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদিতে বসতে পারি নাই, '৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদেরকে গোলাম করে রেখেছে, '৬৬- এর ৭ই জুনে মনু মিয়াসহ ১২ জনকে হত্যা করা হয়। ৬৯ এ রক্ত দিয়েছি।"

২. জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ:

বাঙালি সেনাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "তোমরা আমাদের ভাই তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আমার লোকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।" এবং আরো বলেন,

"আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো"

অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধু বুঝিয়েছেন যে, তোমরা বাংলার আলো বাতাসে থেকে কীভাবে বাঙালির বুকে গুলি চালাবে তা বাংলার মানুষ দেখে নিবে।

৩. অসাম্প্রদায়িকতার ডাক:

বঙ্গবন্ধু বলেন,

"শত্রুবাহিনী পিছনে ঢুকে আমাদের মধ্যে অন্ত:কলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। তাই হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি সবাইকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমদের যেন বদনাম না হয়।

৪. সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ডাক:

তিনি প্রত্যেক মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য আওয়ামী লীগের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে বলেন,

"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো
তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ।"

৫. ৪-দফা ঘোষণা:

ক) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে

খ) সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে।

গ) হত্যার বিচার করতে হবে

ঘ) জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৬. গেটিস বার্গ SPeech আব্রাহাম লিংকনের সাথে তুলনা:

১৮৬৩ সালের ৩ আগস্ট ৩ মিনিটের ভাষণ ছিল ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণ।

"Democracy is a government of the people, by the people and for the people' "

বঙ্গবন্ধু বলেন,

"বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, তারা তাদের অধিকার চায়।"

৭. স্বাধীনতার পরোক্ষ ডাক:

বঙ্গবন্ধু বলেন,

"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

৮. Poet of Politics:

মার্কিন নিডজউইক (Newsweek magazine) ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ প্রচ্ছদে ৭ মার্চের ছবি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics বলে।

৯. Memory of the World:

UNECCO, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ৭ মার্চের ভাষণকে Memory of the World এর ৪৮তম নথি হিসেবে ঘোষণা করে এবং প্রামাণ্য এতিহ্যের ৪২৭টির একটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

১০. জাতীয় ঐতিহাসিক দিবসের ঘোষণা:

২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদ ৭ মার্চকে ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

❖ Operation Search Light:

- ✶ **নীল নকশা তৈরি: ১৭ মার্চ, ১৯৭১**
- ✶ **নীল নকশা তৈরি করেন:**
  - i পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল টিক্কা খান
  - ii পূর্ব পাকিস্তানের (ঢাকার বাইরে) সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন
  - iii ঢাকায় পাক সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী
- ✶ **নীল নকশা অনুমোদন: ১৯ মার্চ, ১৯৭১** টিক্কা খান কতৃক।
- ✶ অপারেশন চালানোর ঘোষণায় ইয়া হিয়া খান বলেন,

"এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই।"

[Source : Wilress to surrender Salik Siddik]

- ✶ **অপারেশনস্থল:** ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পিলখানায়
- ✶ **হতাহত:** ঢাবির ১৯ জন শিক্ষকসহ ৩০০ জন শহীদ হন। বিবিসির মতে মোট ৫০,০০০ জন মারা যায়।

❖ Operation Big Bird:

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ৬৭৭ নং বাড়ীতে চালানো পাক হানাদার বাহিনীর অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন বিগ বার্ড'। অভিযান পরিচালনা করেন–

০১. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জহির আলমখন

০২. মেজর বেলাল

গ্রেফতারের পর পাকিস্তান বেতার বার্তার শিরোনাম ছিল "The Big Bird in Cag"

[*Source:30 March 1971, Washington Post*]

❖ Diclaration of Independenc (স্বাধীনতার ঘোষণা):

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাতে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুর ইপিআর ওয়্যারল্যেসে দেয়া ভাষণটি স্বাধীনতার ঘোষণা। এটি হলো আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা। ইংরেজিতে ঘোষণায় তিনি বলেন, This is may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last.

- ✶ অফিসিয়াল/ আনুষ্ঠানিক
- ✶ ৬ষ্ঠ তফসিল
- ✶ ইংরেজিতে ভাষণটি পাঠানো হয় চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদকে।
- ✶ ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে শহরে এ ভাষণ মাইকিং করা হয় এবং বেলা ২টায় আওয়ামি লীগ নেতা এম এ হান্নান বেতারে অনুবাদ পাঠ করে
- ✶ অনুবাদ - ২ জন। জহুর+ হান্নান
- ✶ ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান ১১টায় বেতার থেকে ইংরেজিতে ভাষণটি পাঠ করেন এবং বলেন On behalf of Bangabandhu
- ✶ Proclamation of Independeance- 10 April, 1971 ঘোষণাপত্র [এটি হলো সরকারি ভাষণ]